যুগান্তর

তারিখ ... 12 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

ছাত্রলীগের এসিড সন্ত্রাস

সরকারকে বুঝতে হবে, ছাত্রলীগের যে কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শক্ত হাতে দমন করা না হলে এ প্রবণতা বন্ধ হবে না।

এবার ছাত্রলীগের অভিষেক ঘটল 'এসিড সন্ত্রাসী' হিসেবে! বৃহস্পতিবার রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর 'জয়বাংলা' স্লোগান দিয়ে এসিড নিক্ষেপসহ দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায় ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীরা। তাদের এ হামলায় ৪ শিক্ষক ও ২৫ শিক্ষার্থী আহত হন। এসিডদগ্ধ দুই শিক্ষকের অবস্থা গুরুতর। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন স্থানে বহিরাগত ছাত্রলীগ ক্যাডার বাহিনী দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উপাচার্যের পক্ষ নিয়ে আন্দোলনকারীদের ক্যাম্পাসে ঢুকতে বাধা দেয়। তাদের ওপর দফায় দফায় হামলা চালায়। ভাঙচুর চালিয়ে ও ককটেল ফাটিয়ে সৃষ্টি করে আতংক। উল্লেখ্য, উপাচার্য ড. মু. আবদুল জলিল মিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম ও আত্মীয়করণসহ নানা অভিযোগ ওঠায় তার পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এর আগেও ছাত্রলীগ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে। তবে শিক্ষকদের ওপর এ ধরনের হামলা নজিরবিহীন। ঘটনাটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও নিন্দনীয়।

বর্তমান সরকারের গত চার বছরে বিভিন্ন সময়ে সহিংস আচরণ, দখলবাজি, টেন্ডারবাজি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা ইত্যাদি কারণে ছাত্রলীগ বারবার সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছে। তাদের আচরণে একপর্যায়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বেআইনি কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে পড়াশোনায় মনোযোগ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের সতর্ক করেও দিয়েছিলেন বারবার। এমনকি একপর্যায়ে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক প্রধানের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোরও ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এরপরও ছাত্রলীগের তাণ্ডব বন্ধ হয়নি। সামান্য পরিবর্তনও আসেনি তাদের আচরণে। তাই বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে— সরকার কি তাদের নিজ সমর্থিত ছাত্র সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণে অক্ষম? গত ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ছাত্রলীগে গুটিকয় হাইব্রিড ও ফরমালিন ঢুকে পড়েছে, যাদের কারণে এ ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে না। বাস্তবতা হল, দেশব্যাপী ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের ফলে আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি ও জনপ্রিয়তায় বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, যা উঠে এসেছে সাম্প্রতিক বিভিন্ন জরিপে। প্রকৃতপক্ষে কে বা কারা ছাত্রলীগে ঢুকেছে তা বড় বিষয় নয়, ছাত্রলীগ নামধারী কেউ কোন অপকর্ম ঘটালে তার দায় সরকারের ওপরই বর্তায়। জনগণও বিষয়টিকে সেভাবেই দেখে। সরকারকে বুঝতে হবে, ছাত্রলীগের যে কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শক্ত হাতে দমন করা না হলে এ প্রবণতা বন্ধ হবে না।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় বর্তমান পরিস্থিতির জন্য লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি ছাড়াও শিক্ষক রাজনীতি ও দলীয় বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগ প্রবণতাও অনেকাংশে দায়ী। লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতির কারণে যখন যে দল ক্ষমতাসীন থাকে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের আধিপত্য অবধারিত হয়ে ওঠে। আর দলীয় বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগের কারণে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা কোন অপকর্ম করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ফলে উপাচার্যের বিরুদ্ধে যত অভিযোগই উঠুক, তাকে রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন। সাম্প্রতিক সময়ে এমন ঘটনা আমরা দেখেছি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। দেখা যাচ্ছে, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রলীগ নামধারীরা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত উপাচার্যকে রক্ষায় শিক্ষকদের ওপর এসিড নিক্ষেপ করতেও দ্বিধা করেনি। ছাত্ররাজনীতির বর্তমান ধারা ছাত্রলীগকে কোন পর্যায়ে নামিয়েছে, এ ঘটনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কোন্ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কে উপাচার্য হবেন, শিক্ষক হিসেবে কাদের নিয়োগ দেয়া হবে, হলগুলোয় কোন্ শিক্ষার্থীরা থাকবেন— প্রায় সবকিছুই নির্ভর করছে ছাত্রলীগের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর। এমন দলবাজি ও দলীয়করণের পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে, সম্প্রতি পুরান ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হাতে বিদ্যুতিতের নৃশংস হত্যাকাণ্ডও তার বড় প্রমাণ। অপরাধী যেই হোক, তার শাস্তিই রোধ করতে পারে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি তথা ছাত্রলীগের বেপরোয়াপনা। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ ছাড়াও মূল সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেও ব্যবস্থা নিতে হবে। রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে ব্যবস্থা নেয়া হোক।